"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে জ্ঞান-যোগের শৃঙ্গার করতে, সেই শৃঙ্গারকে স্থায়ী রাখার জন্য মায়ার কাছে কখনও পরাজিত হয়েও না"

*প্রশ্নঃ - কি এমন ছোট কথা নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের নিশ্চয়কে ভেঙে সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চারা যদি চলতে চলতে কোনো ছোট ভুলের ভ্রমে ফেঁসে যায় তাহলে নিশ্চয় ভেঙে পড়ে। শ্রীমতে ভ্রম জন্ম নিলে তো মায়া সংশয় বুদ্ধি বানিয়ে দেবে। যে সংশয় বুদ্ধির হয়ে যায়, সে সেবাও করতে পারে না আর তার দ্বারা বিকারকে জয় করার পরিশ্রমও সম্ভব হয় না। এই রকম দুর্বল বাচ্চাদেরকেও দয়াবান বাবা রায় দেন যে, বাচ্চারা যদি তোমাদের মধ্যে বারংবার বিকারের প্রবেশ হতে থাকে, সেবাও যদি না করতে পারো, তবে বাবাকে স্মরণ করো।

*গীতঃ- তুমিই হলে মাতা, পিতা তুমিও...

ওম্ শান্তি । এখানে কার মহিমা করা হয়েছে ? মাতা-পিতার। তোমরা হলে সেই মাতা-পিতার সন্তান । তাকে বলা যায় অসীমের রচয়িতা। কতো ব্রহ্মাকুমার কুমারী আছে! জগদম্বা আর জগৎ পিতা, ব্রহ্মারও চিত্র আছে। কেবল ভিন্ন চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। তোমরা জানো যে বিশ্বের আদি অর্থাৎ সত্যযুগে অনেক সুখ ছিল। এখন পুনরায় অসীমের বাবার থেকে অসীমের সুখের উত্তরাধিকার তোমরা প্রাপ্ত করছো। এই মহিমা লৌকিক মা-বাবার হতে পারে না। এটা হল অসীমের মা-বাবার কথা। পরমপিতা পরমাত্মাকেই মাতা পিতা বলা যায়। কিন্তু তিনি হলেন নিরাকার। এটা তো অনেকবার বোঝানো হয়েছে যে নতুন রচনা, নতুন ধর্মের জন্য এই হল নতুন জ্ঞান। দেবী-দেবতা ধর্ম এখন নেই। কেউ বলতে পারবেনা যে আমাদের হলো দেবী-দেবতা ধর্ম। কেননা তাঁরা তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলেন। এখন সবাই বিকারী হয়ে গেছে। আর এই ধর্মকে প্রায় লোপও অবশ্যই হতে হবে। তবেই তো সেই ধর্মের স্থাপনা করার জন্য বাবাকে আসতে হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। উত্তরাধিকারের জন্য মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে পুনরায় বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জন্ম তো নিয়েছো কিন্তু কার ঋ দিয়ে ? মায়ের দ্বারা জন্ম নেয়। এখানেও এইরকম - মায়ের ঋ দিয়ে তোমরা বাচ্চা হয়েছো। উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করে থাকে ভায়া মা। কিন্তু কারো নিশ্চয় আছে আবার কারো নেই। এমন নয় যে সকলেরই নিশ্চয় আছে, মায়া ভুল করিয়ে দেয়। কোথাও না কোথাও ফেঁসে যায়। শ্রীমতে না চললে নিজেরই ভ্রমে ফেঁসে যায়, নিশ্চয় আছে তো পুনরায় অন্যান্য সব কথাকে ছেড়ে দেয়। শুনতেও হবে আর শোনাতেও হবে। কেউ বলে যে আমি সার্ভিস করতে পারব না। প্রজা না বানালে তো রাজাও হতে পারবে না। আচ্ছা অন্য কিছু না করতে পারো কেবল শিব বাবাকে স্মরণ করো। স্বর্গে এসে যাবে। আচ্ছা বিকার গুলিকে জয় করার পরিশ্রম করতে পারছ না তথাপি বাবাকে স্মরণ করো তো স্বর্গে এসে যাবে, কিন্তু পদ কম প্রাপ্ত হবে।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - ভক্তির পার্ট এখন শেষের দিকে। ভক্তির ফল দিতেই বাবা এসেছেন। তোমরাই নম্বরের ক্রমে সম্পূর্ণ ভক্তি করেছ। প্রথম প্রথম ভক্তি করেছো শিব বাবার, তারপর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করের। এখন তো দেখো গলি-গলিতে কত মন্দির বানিয়ে দিয়েছে, কত সৎসঙ্গ হয়। যেখানে এইসব জিনিস অনেক আছে, সেখানে পুনরায় এসব কিছুই থাকবেনা। একটাও মন্দির থাকবে না। এখন তো ভক্তির কতইনা সামগ্রী আছে। দ্বাপর-কলিযুগ হল ভক্তিমার্গের যুগ, তমোপ্রধান হওয়ার যুগ। এখন বাবা এইসব ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত করতে এসেছেন। বলেন যে হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... দেহের সাথে এই সকলের থেকেও মমত্ব সরিয়ে নাও। এখন তোমাদের নতুন ঘরে যেতে হবে। যখন স্থাপনা হয়ে যায় তখন তো চলে যাবে তাই না। এটা হল পুরানো দুনিয়া, দুঃখ ধাম। এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্য। এখন তোমরা ঈশ্বরের কোলে বসে আছো। মাতা-পিতার কোলে আছো। নিয়ম অনুসারে বাবা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমাদের জন্ম দিয়েছেন, তাই উনি মা হয়ে গেলেন, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধি পুনরায় শিব বাবার দিকে চলে যায়। তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার... শিব বাবার প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। তোমরা হলে সজনীও। শিব বাবা এসেছেন, তোমাদেরকে শৃঙ্গার করে যোগ্য বানাতে। জ্ঞান আর যোগের দ্বারা তোমাদের বাচ্চাদেরকে শৃঙ্গার করছেন। কেবল তোমরাই নও, এই আওয়াজ তো সব সেন্টারেই শুনতে থাকে। হাজার হাজার আত্মা শোনে। সকলেরই শৃঙ্গার হতে থাকে। কতো শৃঙ্গার করতে থাকেন তথাপি ময়লা হয়ে যাও। বাবা গাধার উদাহরণ দেন তাই না। বাচ্চারা তোমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... হতে হবে। বারংবার মায়ার কাছে হার খেওনা। বলে যে, বাবা আজ মায়া থাপ্পর মেরে দিয়েছে। বাবা বলেন যে তোমরা কুলকে কলঙ্কিত

করছো। বাবারও নিন্দা তো বাচ্চাদেরও নিন্দা করাচ্ছো। তোমরা তো আরোই নিচে নেমে যাবে। এই কাম মহাশত্রু-র উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করতে হবে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি তো অবশ্যই স্বর্গের মালিকই বানাবেন। যে এই সহজ রাজযোগ শিখবে, সেই স্বর্গে আসবে। এমন নয় যে সবাই স্বর্গে চলে আসবে। যদিও এরা মনে করে যে নতুন দুনিয়া গডফাদার রচনা করেন। এছাড়া, নতুন দুনিয়াতে কে রাজ্য করেন - এই রহস্য তো যখন কেউ বোঝাবে...! যদিও জানে যে ভারত হলো প্রাচীন, কিন্তু যথার্থ রীতি তো ভারতবাসীরা নিজেরাই জানেনা তো অন্যদেরকে কি বলবে। তোমরা বলতে পারো - ভারতের মত পবিত্র খন্ড আর কোথাও নেই। ভারতের মত অসীম ধনবান আর কোনও খন্ড নেই। এখন আমেরিকা ইত্যাদির কাছে যদিও অনেক ধন আছে কিন্তু ভারতের তুলনায় তো এ যেন কড়ি তুল্য। ভারতই হল সকল ধর্মের তীর্থস্থান। সকল আত্মাদের বাবা ভারতে আসেন, নরককে স্বর্গ বানাতে। সবাইকে মুক্তি দিতে। মহিমা সবই তাঁর। ফুলও তাঁর উপরেই বর্ষণ করা উচিত। কিন্তু গীতাতে নাম লুপ্ত করে দিয়েছে, এই জন্য মহত্ব কম করে দিয়েছে। খ্রিস্টানরা উল্টোপাল্টা কথা শুনেছে তো তারাও পুনরায় গ্লানির কথা শুনিয়ে নিজের ধর্মে অনেককে কনভার্ট করে নিয়েছে। কতো কতো সংখ্যায় খ্রিস্টান হয়ে গেছে। এ তো তো কল্প-কল্পেই হতে থাকবে। বাবা বলেন, যখন এইরকম ধর্ম-গ্লানি হয় তখন পুনরায় আমি এসে ভারতকে হীরের মত বানাই। অসীমের বাবার থেকে অসীমের সুখ প্রাপ্ত হয়, স্বর্গের স্থাপনা হয়। তিনি হলেন শিব বাবা। তোমরা হলে শিবশক্তি ভারতমাতা আর তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের শিবশক্তি সেনাদেরকে সাধারণ মানুষ জানে না। তোমরাই জানো যে বরাবর আমরা হলাম শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা। এই নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটা হল পুরানো পতিত দুনিয়া, আর সেটা হল পবিত্র নতুন দুনিয়া। এই পতিত দুনিয়াতে পবিত্র কেউ থাকতে পারে না। শাস্ত্রে কি না কি লিখে দিয়েছে। যারা শোনায় তাদেরকেও অনেক হুশিয়ার থাকতে হবে। শাস্ত্রও শুনে এসেছে, সাতদিনের কোর্সও করেছে। রুদ্র যজ্ঞ ইত্যাদিও রচনা করেছে। তথাপি দুনিয়াকে তমোপ্রধান হতেই হয়। যা কিছুই করুক হোক না কেন বাড়ি ফিরে যেতে পারে না। মানুষের কাছে এই জ্ঞান নেই তো শাস্ত্রের কানরস অনেক ভালো লাগে। তোমাদের এখন সেসব আর ভালো লাগেনা এই জন্য বাবা বলেন যে হিয়ার নো ইভিল... কেবল আমাকে স্মরণ করো, শ্রীমতে চলো তো শ্রেষ্ঠ হবে। আসুরিক মতে চলতে থাকলে তো অসুরই হতে থাকবে। সেটা হল রাবণের মত। মানুষ রাবণের মতে চলছে তবেই তো রাবণকে জ্বালাতে থাকে। বাবা প্রত্যেক কথা ভালো রীতিতে বসে বোঝাচ্ছেন। এই হল বীজ আর বৃক্ষের জ্ঞান, একে কল্পবৃক্ষ বলা হয়। এর আয়ু হল ৫ হাজার বছর। যদি সত্য যুগের আয়ু লক্ষ বছর হয়ে থাকে তাহলে তো হিন্দু সংখ্যায় অনেক হওয়া উচিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা ভালো ভাবে জেনে গেছ যে বিনাশ তো হবেই, প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসতেই থাকবে। একে আবার তারা ঈশ্বরীয় বিপর্যয় বলে দেয়। কিন্তু ভগবান কি কখনো বিপর্যয় নিয়ে আসেন! এটা তো ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। বিনাশ না হলে তো নতুন দুনিয়া কিভাবে রচনা করা হবে। মহাভারত লড়াইয়ের দ্বারাই তো গেট খুলবে। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে, গন্তব্য স্থল অনেক উচ্চ। তাই কেউ সাহস রাখে না। দেখো কালকেও বাবা বোঝাচ্ছিলেন যে এই মৃত্যুলোকে তোমাদের এটাই হল অন্তিম জন্ম। এখন আমি অমর লোকের মালিক বানাতে এসেছি। এই অন্তিম জন্ম বাবার শ্রীমৎকে মেনে চলো। পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করো। লৌকিক বাবার কথা যদি বাচ্চারা না মানে তাহলে বাবা বলবেন যে তুমি হলে আমার কুপুত্র। বাবা তো হলেন সর্বশক্তিমান, তার নির্দেশ অনুসারে চললে সহায়তা প্রাপ্ত হবে, পুনরায় বাচ্চারা বলে যে আচ্ছা চিন্তা করে দেখবো। আরে কাল শরীর ছেড়ে দিলে তো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। ৫ বিকারের অসুখ অত্যন্ত কষ্টদায়ী। মায়া সবাইকে রোগী বানিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন যে আমার শ্রীমতে চলো। মায়া তো অনেক বিকল্পে নিয়ে আসবে, অনেক ঝড় তুফান আসবে। দেউলিয়া হয়ে যাবে। পুনরায় বলবে যে এটা কি হল, বাবার বাচ্চা হওয়ার পর এই অবস্থা হয়ে গেলো! কিন্তু বাবা বলেন যে তোমরা শিব বাবাকে সব কিছু দিয়ে দিলে তো তোমরা ট্রাস্টি হয়ে গেলে। তিনি তোমাদেরকে সম্পূর্ণ হিসাব দিয়ে দেবেন। তোমরা চিন্তা কেন করছো!

তোমরা জানো যে এখন ভারতের নৌকা প্রায় নিমজ্জিত হয়ে গেছে, বাবা উদ্ধার করতে এসেছেন। বাবা ছাড়া স্বর্গ কে বানাবে! বলা হয় যে দ্বারকা নিচে চলে গেছে, এখন উপরে কীভাবে আসবে। কচ্ছ মচ্ছ নিয়ে আসবে কি ? এ হল ড্রামার চক্র, যাকে বুঝতে হবে। সত্য যুগ ত্রেতা যখন উপরে থাকে তখন দ্বাপর কলিযুগ নিচে চলে যায়। সৃষ্টি চক্রের চিত্র এত বড় বানাতে হবে যেরকম আয়না ফুল সাইজেরও বানায় তাই না। বাবা বলেন যে বাচ্চারা আয়নাতে নিজেদের মুখ দেখতে থাকো, কোথাও বাঁদরের মতো তো হয়ে পড়ছো না! যার মধ্যে বিকার আছে সে বাঁদরের থেকেও খারাপ হয়ে যায়। দেবতারা তো হলেন মন্দিরের যোগ্য। বাস্তবে সন্ন্যাসীদের কোনও মন্দির তৈরী হয়না। মন্দির কেবল দেবতাদেরই হয় কেননা তাদের আত্মা আর শরীর দুটোই পবিত্র থাকে। এখানে পবিত্র শরীর তো প্রাপ্ত হতে পারে না। মানুষ কতইনা যজ্ঞ রচনা করে, কথা কাহিনী শুনতে থাকে। বাবা তো একটাই অসীমের যজ্ঞ রচনা করেন, যাকে রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। এই

যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয়, বাকি সব যজ্ঞ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ প্রসিদ্ধ। শিব জ্ঞান যজ্ঞ প্রসিদ্ধ নয়। রুদ্রের অর্থাৎ শালগ্রামের পূজা হয়। কতো শালগ্রাম তৈরি করে। শিব তো একটাই বানিয়ে থাকে। প্রজা তো অনেক হবে, এত থোড়াই বানাতে পারবে! শিব বাবা আর তোমরা বাচ্চাদের পূজা হয়ে থাকে কেননা তোমরা সমগ্র দুনিয়াকে মুক্ত করছো। তোমরা হলে শিবশক্তি - উদ্ধারকারী। এরকম অনেকে আছে যারা নিজেকে সর্বদয়া লিডার বলে থাকে। এখন সমগ্র দুনিয়ার উপর দয়া তো কেউ করতে পারে না। সবার উপর দয়া করার জন্য দয়াবান শিব বাবাকেই বলা যায়। মানুষের নাম তো বড় বড় রেখে দেয়। সকলের উপর দয়া বা কৃপা করা অর্থাৎ সুখধামে নিয়ে যাওয়া - এই কাজ তো এক পরমাত্মারই। সকলের গতি সদ্গতি দাতা তো এক শিব বাবা। মানুষ কারো সদগতি করতে পারে না। একজনেরও করতে পারে না, অসম্ভব ব্যাপার। তোমাদেরকে বলে যে তোমরা শাস্ত্রকে মান্য করো না কিন্তু যেটা সামনে আছে, চোখ দিয়ে দেখছ, মান্য কেন করো না! কিন্তু এখন আমরা শ্রীমতে চলছি, যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হবো। শ্রীমত হল ভগবানের, শ্রীকৃষ্ণের মতে চলে না। কৃষ্ণের আত্মাও পূর্বজন্মে শ্রীমতের দ্বারা এরকম শ্রেষ্ঠ দেবতা হয়েছিলেন, তৎত্বম। তার রাজধানীও তো হবে তাইনা। একেলা কৃষ্ণ কি করবে! কাঁটার থেকে ফুল এক বাবা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারেনা। বাবা এসেছেন তো অবশ্যই স্বর্গ রচনা করবেন তাই না। না হলে তো অবতার নেওয়ার কি দরকার ছিল? অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন আর এখন পুনরায় তৈরি করছেন। সেখানেও মন্দির ইত্যাদি থাকবে না। তোমরা জানো যে বাবা ভারতে এসেছেন, ভারতকে স্বর্গ বানাতে। বাবা বুঝিয়েছিলেন যে, মায়ার তুফান তো সকলের কাছেই আসবে। বাবার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কর। জ্ঞান আর যোগেরও অনুভব জিজ্ঞাসা করো। সংকল্প যেটা বিকল্প হয়ে যায়, তারও অনুভব জিজ্ঞাসা করো। বাবা সকলের সামনে আছেন, তো এই তুফানগুলিকে অবশ্যই পাশ করবেন। আমরা বাবাকে স্মরণ করি তথাপি মায়াও কম নয়। যত শক্তিশালী ততই মায়া সম্পূর্ণরূপে আক্রমণ করবে। ভয় পেয়োনা। লেখেও যে, বাবা মায়াকে বলো যেন বিরক্ত না করে কিন্তু মায়া তুফান তো নিয়ে আসবেই, ভয় পেয়োনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবাকে সব কিছুর হিসাব দিয়ে ট্রাস্টি হয়ে সমস্ত চিন্তাগুলির থেকে মুক্ত হয়ে যেতে হবে। বাবার নির্দেশের উপর সম্পূর্ণরূপে চলে সহায়তার পাত্র হতে হবে।

২) মানবের ডুবে যাওয়া নৌকাকে স্যালভেশন আর্মি (উদ্ধারকারী আশ্রয়দাতা) হয়ে পার করতে হবে। বাবার সহায়ক হয়ে পূজনীয় যোগ্য হতে হবে।

বরদানঃ- প্রতটি সেকেন্ডে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করে সফলতার খুশি অনুভবকারী সফলতা মূর্তি ভব

সফলতার মূর্তি হওয়ার বিশেষ সাধন হলো - প্রতিটি সেকেন্ডকে, প্রতটি শ্বাসকে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করা। যদি সংকল্প, বাণী, কর্ম, সম্বন্ধ-সম্পর্কে সকল প্রকারের সফলতার অনুভব করতে চাও তাহলে সফল করতে থাকো, ব্যর্থ যাবেনা। যদি চাও নিজের প্রতি সফল করো অথবা চাও তো অন্যান্য আত্মাদের প্রতি সফল করো, তাহলে অটোমেটিক সফলতার খুশি অনুভব করতে থাকবে । কেননা সফল করা অর্থাৎ বর্তমানে সফলতা প্রাপ্ত করা আর ভবিষ্যতের জন্য জমা করা।

স্লোগানঃ- যখন সংকল্পেও কোনও আকর্ষণ আকৃষ্ট করতে পারে না তখন বলা হবে সম্পূর্ণতার নিকটবর্তী স্থিতি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;